তারিখ 10 JAN 2017
পৃষ্ঠা ৩৬ কলাম ২

স্কুলে ভর্তির খরচ : পেরেশান অভিভাবক

যাকারিয়া ইবনে ইউসুফ, সাজেদুল ইসলাম বিজয়, হাবিবুর রহমান তুহিন, কায়সার সুমন ও মঈনুল পলাশ

রাজধানীসহ সারা দেশে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষার্থী ভর্তির নামে চলছে অতিরিক্ত অর্থ আদায় তথা ভর্তি বাণিজ্য। ভর্তিতে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের নীতিমালা থাকলেও সেই নীতিমালা মানছে না অনেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। কিছু কিছু প্রতিষ্ঠানে বাড়ানো হয়েছে মাসিক বেতন। কোথাও বা বেতন প্রায় দ্বিগুণ হয়েছে। কোচিং নিষিদ্ধ হলেও বেশকিছু শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অভিভাবকের ঘাড়ে বাধ্যতামূলক চাপিয়ে দেয়া হচ্ছে কোচিংয়ের বাড়তি টাকা। ইংলিশ মিডিয়াম তো মধ্যবিত্তের নাগালের বাইরে। সন্তানের লেখাপড়া চালাতে গিয়ে নাভিশ্বাস উঠছে অভিভাবকদের।

প্রতিটি বাবা-মাই চান তার প্রিয় সন্তানটি লেখাপড়া শিখে মানুষ হোক। কিন্তু এ সময়ে লেখাপড়া শেখাতে খরচ করতে হচ্ছে কাঁড়িকাঁড়ি টাকা। শিক্ষা গবেষকরা বলছেন, শিক্ষা বাণিজ্যের পর্যায়ে চলে গেছে। শিক্ষার এই বাণিজ্যিকিকরণের কারণেই সমাজের একটা বিরাট অংশের শিশুরা শিক্ষার আলো থেকে বঞ্চিত হচ্ছে।

বাড়তি টাকা আদায়

নীতিমালা উপেক্ষা করে রাজধানীর অনেক স্কুলে আদায় করা হচ্ছে বাড়তি টাকা। এছাড়া পাড়া-মহল্লায় গড়ে ওঠা বিভিন্ন বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ইচ্ছা মতো টাকা নিয়ে শিক্ষার্থী ভর্তি করা হচ্ছে। রাজধানীর উত্তরার গ্রিনলন স্কুল অ্যান্ড কলেজে বাংলা মাধ্যমে নতুন শিক্ষার্থী ভর্তিতে নেয়া হচ্ছে ১৩৭০০ টাকা আবার তৃতীয় থেকে নবম শ্রেণী পর্যন্ত ভর্তিতে নেয়া হচ্ছে ১৪৯০০ টাকা। এ বিষয়ে প্রতিষ্ঠানটির প্রধান মাহফুজুর রহমান বলেন, 'আমাদের শিক্ষার্থী সংখ্যা তুলনামূলক কম। স্কুলটি যে বিল্ডিংয়ে রয়েছে সেটির ভাড়া, শিক্ষকদের বেতনসহ সবকিছুর সমন্বয় করেই এই টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে।' উত্তরায় প্রায় ১০টির অধিক স্কুল রয়েছে। মানসম্মত কোনো স্কুলে ভর্তি করাতে কমপক্ষে লাগছে ১৫ হাজার টাকা। রাজধানীর বিভিন্ন স্কুলে বাড়তি টাকা আদায় প্রসঙ্গে মাউশির চেয়ারম্যান মাহবুবুর রহমান যুগান্তরকে বলেন, 'আমরা বিষয়গুলো নিয়মিত মনিটরিং করছি। স্কুলগুলোর বাড়তি ফি আদায়ের প্রবণতা এখন নেই বললেই চলে। তারপরও কোনো প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে বাড়তি ফি আদায়ের অভিযোগ পেলে এবং তা প্রমাণিত হলে সংশ্লিষ্ট শিক্ষক বা প্রতিষ্ঠানের এমপিও বাতিলসহ আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।'

নতুন শ্রেণীতে ভর্তি ফি

নীতিমালা উপেক্ষা করে রাজধানীর বেশকিছু স্কুলে একই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এক শ্রেণী থেকে অন্য শ্রেণীতে ভর্তিতে বাড়তি টাকা আদায় করা হচ্ছে বলে অভিযোগ করেছেন অনেক অভিভাবক। রাজধানীর নামকরা স্কুলগুলো নতুন ভর্তিতে সরকারি নীতিমালার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে অর্থ আদায় করলেও টার্গেট করছে পুরনো শিক্ষার্থীদের। মিরপুরের আনোয়ার হোসেন নামের এক অভিভাবক অভিযোগ করেছেন, তার মেয়ে সেখানকার বনফুল গ্রিন হার্ট স্কুলের শিক্ষার্থী। স্কুলটিতে ক্লাস এইট থেকে ক্লাস নাইনে উঠবে তার মেয়ে। পুরনো শিক্ষার্থী হওয়া সত্ত্বেও স্কুল কর্তৃপক্ষ শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে নিচ্ছেন ১৩ হাজার দুই শত টাকা। তিনি অভিযোগ করেন, স্কুল থেকে সরবরাহ করা মানি রিসিটে কোন খাতে কত টাকা নেয়া হচ্ছে সে বিষয়ে কোনো কিছু উল্লেখ না করে সরাসরি মোট অর্থের পরিমান উল্লেখ করা হয়েছে। রাজধানীর অধিকাংশ স্কুলেই এ অবস্থা। গত বছর অতিরিক্ত ফি আদায়ের অভিযোগে বেশ কয়েক স্কুলে অভিভাবকরা আন্দোলনও করছিলেন।

মতিঝিল আইডিয়াল স্কুল অ্যান্ড কলেজ

রাজধানীর মতিঝিল আইডিয়াল স্কুলের তিনটি শাখায় প্রায় ২৩ হাজার ছাত্রছাত্রী রয়েছে। বিগত কয়েক বছরে প্রতিষ্ঠানটির ভালো ফলাফল এবং শিক্ষার মান ও শৃংখলা থাকায় প্রতিষ্ঠানটিতে প্রতি বছরই চলে ভর্তি যুদ্ধ। কিন্তু প্রতিষ্ঠানটিতে প্রতি বছর ভর্তি প্রক্রিয়ার সময় দেখা দেয় অভিভাবকদের অসন্তুষ্টি ও ক্ষোভ। অভিভাবকদের দাবি প্রতি বছরই প্রতিষ্ঠানটি কিছু না কিছু পরিমাণ হলেও ভর্তি ফি কিংবা বেতন বৃদ্ধি করছে।

সরকারি নীতিমালা থাকা সত্ত্বেও প্রতিষ্ঠানটি শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে সরকার নির্ধারিত ফি'র চেয়ে বেশি ফি আদায় করতে দেখা যায়। শফীউল আলম নামে এক অভিভাবক যুগান্তরকে বলেন, আমার বাচ্চা তৃতীয় শ্রেণী থেকে চতুর্থ শ্রেণীতে উঠেছে তার ভর্তি ফি ও এক মাসের বেতন বাবদ সাত হাজার একশ পঞ্চাশ (৭১৫০) টাকা নেয়া হয়েছে, বর্তমানে একজন শিক্ষার্থীর জন্য প্রতি মাসে এক হাজার পঞ্চাশ (১০৫০) টাকা করে বেতন গুনতে হচ্ছে। ভর্তি ফি এবং বেতন বৃদ্ধির কারণে গত বছর অভিভাবকরা আন্দোলন করেছিলেন এতে কিছু বেতন কমানো হলেও অনেক অভিভাবকে হুমকি দেয়া হয় বলে তিনি জানান।

আইডিয়াল স্কুল অ্যান্ড কলেজের অভিভাবক ফোরামের সভাপতি জনাব জিয়াউল কবির দুলু জানান, ছাত্রছাত্রী ভর্তির ব্যাপারে সরকারি নীতিমালা রয়েছে। এই নীতিমালায় পুরনো শিক্ষার্থীদের ব্যাপারে তেমন কিছু উল্লেখ নেই। কিন্তু আইডিয়াল স্কুল কর্তৃপক্ষ নতুনদের ভর্তি ফি ঠিক রেখে পুরনো শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে প্রায় সাত থেকে আট হাজার টাকা নিয়ে যাচ্ছে। কেন এত টাকা নেয়া হবে বলে তিনি প্রশ্ন রাখেন। তিনি জানান, অভিভাবকরা বাচ্চাদের ওপর চাপ এবং পরীক্ষায় ফেল করিয়ে দেয়ার ভয়ে মাঠে নামে না। এছাড়াও কখনও যদি অভিভাবকরা আন্দোলনে যায় তাহলে গভর্নিং বডির লোকজন অভিভাবকদের হুমকি দেয় এবং রীতিমতো খারাপ আচরণ করে। সর্বোপরি আইডিয়াল স্কুল লুটপাটের স্বর্গরাজ্যে পরিণত হয়েছে। আইডিয়াল স্কুলে বাংলা ভার্সনে ২০০ জন এবং ইংরেজি ভার্সনে ২০০ জন ছাত্রছাত্রী নেয়ার কথা। কিন্তু ভর্তি নেয়া হয় অনেক বেশি। তাছাড়াও গত বছর ১২টি সেকশনে ভর্তি নেয়া হয়েছিল কিন্তু এ বছর তা কমেছে। তাহলে বিগত বছরের বেশি সেকশন এবং ওইসব সেকশনের শিক্ষার্থী সবই অবৈধ বলে দাবি করেছেন অভিভাবক সমিতির সভাপতি।

মতিঝিল মডেল স্কুল অ্যান্ড কলেজ

রাজধানীর একটি স্কুলে ভর্তিচ্ছু শিক্ষার্থীদের ভিড়

প্রতিষ্ঠানটিতে প্রথম শ্রেণীতে আট হাজার (৮০০০) টাকা ভর্তি ফি নেয়া হয়, প্রথম শ্রেণীতে আট হাজার টাকা অনেক বেশি বলে অভিযোগ করেন শওকত উসমান নামের এক অভিভাবক। ষষ্ঠ শ্রেণীতে নতুন ভর্তিতেও একই পরিমাণ টাকা নিচ্ছে প্রতিষ্ঠানটি। নবম শ্রেণী থেকে দশম শ্রেণীতে ভর্তি হতে লাগছে ছয় হাজার (৬০০০) টাকা। পুরনো শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে অনেক বেশি পরিমাণে টাকা নেয়া হচ্ছে বলে দাবি করেন অনেক অভিভাবক। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক অভিভাবক যুগান্তরকে বলেন, পঞ্চম শ্রেণী থেকে ষষ্ঠ শ্রেণীতে ভর্তি হতে লাগে সাত হাজার দুইশ (৭২০০) টাকা, আমার দুইটি বাচ্চা এখানে পড়ে। বছর শেষ না হতেই অনেক টাকা লাগে। শুধু ভর্তি ফি ছাড়াও মাসিক বেতন নিচ্ছে সাতশ থেকে আটশ টাকা। গত বছর আন্দোলনের ফলে কিছু টাকা কমানো হয় কিন্তু তা পর্যাপ্ত নয় বলে অভিযোগ করেন তিনি।

ভর্তি ফি বৃদ্ধি সংক্রান্ত বিষয়ে প্রতিষ্ঠানটির অধ্যক্ষের সঙ্গে কথা বলতে চাইলে তার দেখা মেলেনি। সহকারী প্রধান শিক্ষক শহীদুল ইসলাম যুগান্তরকে বলেন, আমরা অতিরিক্ত কোনো ফি নিচ্ছি না। যে টাকা বেশি নেয়া হচ্ছে তা স্কুলের উন্নয়ন ফি বাবদ নেয়া হচ্ছে। তিনি আরও বলেন, সরকার নির্ধারিত তিনটি সেকশনে এত ছাত্রছাত্রী জায়গা দেয়া যায় না। আমাদের নিজেদের অর্থায়নে বিশটি সেকশন রয়েছে, এই সেকশনগুলোর জন্য বাড়তি শিক্ষক রয়েছে। তাছাড়া আমাদের মাল্টিমিডিয়া ল্যাব রয়েছে যেখানে মাসে প্রায় ১ লাখ টাকা খরচ হচ্ছে। তাই আমরা শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে উন্নয়ন ফি বাবদ বেশি টাকা নিচ্ছি। অভিভাবকদের অভিযোগ সত্য নয় বলেও তিনি দাবি করেন।

ইংরেজি ভার্সনে বাড়াবাড়ি

সরকারি নীতিমালা অনুযায়ী ইংরেজি ভার্সনে দশ হাজার (১০,০০০) টাকা ভর্তি ফি নির্ধারিত করা থাকলেও কোনো স্কুলই এই নীতিমালা মানছে না। অধিকাংশ প্রতিষ্ঠানই চার থেকে পাঁচ হাজার টাকা বেশি নিয়ে ভর্তি নিচ্ছে। মোহাম্মদপুর প্রিপারেটরি স্কুল অ্যান্ড কলেজে তৃতীয় শ্রেণীতে ভর্তির জন্য একেকজন শিক্ষার্থীর গুনতে হচ্ছে চৌদ্দ হাজার নয়শ টাকা, প্রতি মাসে বেতন দিতে হয় ১৫৫০ টাকা। মতিঝিল মডেল স্কুল অ্যান্ড কলেজে বাংলা ভার্সনে ভর্তি হয়ে ইংরেজি ভার্সনে ট্রান্সফার হতে আবার দশ হাজার টাকা দিয়ে ভর্তি হতে হয় অর্থাৎ আঠার হাজার টাকা দিতে হচ্ছে এক সেশনেই যা অভিভাবকদের অনেক কষ্টসাধ্য ব্যাপার। শামসুল হক খান স্কুল অ্যান্ড কলেজে ইংরেজি ভার্সনে প্রত্যেক ছাত্রছাত্রীকে গুনতে হচ্ছে প্রায় পনের হাজার টাকা।

নতুন বছর নতুন সেশনে ভর্তি প্রক্রিয়া এলেই অভিভাবকদের মাথায় টাকার পাহাড় জোগাড় করার চিন্তা ঘুরে। অভিভাবকদের দাবি, সরকার যেন সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অতিরিক্ত ফি এবং অধিক বেতন আদায়ের বিষয়টি আমলে নিয়ে এ ব্যাপারে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করে।

মালিবাগ-মগবাজারের স্কুলগুলো

প্রতিমঞ্চের অনুসন্ধানে রাজধানীর মালিবাগ চৌধুরীপাড়ার সাউথ পয়েন্ট স্কুল অ্যান্ড কলেজ, মগবাজারের শেরই বাংলা স্কুল অ্যান্ড কলেজ, নজরুল শিক্ষালয় স্কুল ও খিলগাঁও আইডিয়াল স্কুল ঘুরে ভর্তি ফি সংক্রান্ত বিভিন্ন তথ্য পাওয়া গেছে। রাজধানীর মালিবাগ চৌধুরীপাড়ার সাউথ পয়েন্ট স্কুল অ্যান্ড কলেজে প্রায় ৫ হাজার শিক্ষার্থী। স্কুলটিতে বাংলা মাধ্যমে ভর্তি ফি নেয়া হচ্ছে ৮ হাজার টাকা। সঙ্গে সেশন চার্জ ১২ হাজার টাকাসহ ২০ হাজার টাকা নেয়া হচ্ছে। আর ইংরেজি মাধ্যমে নেয়া হচ্ছে ১০ হাজার টাকা ভর্তি ফি এবং ১৫ হাজার টাকা সেশন চার্জ। মাসুদ করিম নামে স্কুলের এক অভিভাবক যুগান্তরকে বলেন, সেশন চার্জের নামে যে টাকাটা নেয়া হয় তা কমালে আমাদের জন্যে সুবিধা হতো। এ বিষয়ে স্কুলটির অধ্যক্ষ কর্নেল শামসুল আলমের সঙ্গে অনেক চেষ্টা করেও যোগাযোগ করা সম্ভব হয়নি।

মগবাজারের মধুবাগে শেরই বাংলা স্কুল অ্যান্ড কলেজে দশম শ্রেণীতে ভর্তি হতে

p.t.o